প্রাণের চেয়ে প্রিয়

প্রাণের চেয়ে প্রিয়

ফারহীন জান্নাত মুনাদী

সম্পাদক
হাফিজ আল মুনাদী

সাবিল
পাবলিকেশন

প্রাণের চেয়ে প্রিয়

প্রথম প্রকাশ : অক্টবর, ২০২১

প্রকাশক

সাবিল পাবলিকেশন
শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন)
১২-বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

অফলাইন পরিবেশক

সমকালীন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই.কম, রাইয়ান বুক শপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১২৫৳

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত
দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে।

আমি হাসসান বিন সাবিত নই; যিনি কলমের কালিতে লিখেছিলেন নবীপ্রেমের নূরাণী হরফ।

আমি কা'ব ইবন যুহাইর নই; যিনি কাসীদায়ে বুরদাহর মহামানবের তোহফা 'বুরদাহ' (চাদর) গায়ে চড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আমার ঈর্ষা মদীনার ওই কচি কণ্ঠস্বরগুলোর প্রতিও; যারা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলো - ত্বালাআল বাদরু আলাইনা'র সুরে।

আমার হৃদয়ে শত শব্দের সুর গুণগুণ করে, কিন্তু ভাষা আর কলমের আর্তনাদ যবানকে নীরব রাখে। আমি জানি, অসংখ্য নবীপ্রেমীর হৃদয় এমন নীরব সুরে কেঁপে কেঁপে ওঠে আর ভালোবাসার সুরভী মনের অন্দরে মৌ মৌ করে।

আমার এ আবেদন তাদের জন্য, যারা এখনও সে সুরভীতে মাতোয়ারা হয় নি, নবীপ্রেমের বাগানে মৌমাছি হয় নি, যাদের কখনো খুলে দেখা হয় নি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনীলেখা কিতাবের সফেদ পাতাগুলো।

আমার এ আবেদন তাদের জন্যও, যারা নিয়মিত নবীপ্রেমের সায়রে অবগাহন করেন। তাদের কাফেলায় শরীক হতে তাই নিজেকে নিত্য শুধাই - তাঁকে কি ভালোবাসো তুমি? কতখানি?

সম্বোধন তাই, নিজেকে! হে নফস! শুনছো!

সূচিপত্র

অদেখা ভালোবাসা	৯
শেষ সময়ের ভালোবাসায়	১৪
অচেনা দিনের চেনা সে জন	১৭
ভালোবাসার বার্তাবাহক	২২
জান্নাতের দরজায় কে তুমি?	২৫
প্রাসাদের শেষ ইট	২৮
কে হবে তাঁর প্রতিবেশী?	৩১
তাঁর ভালোবাসায় কাঁদেনি কে?	৩৪
আপনার চেয়ে আপন যে জন	৩৬
যাঁর মর্যাদা সুউচ্চে	৪১
কে তিনি?	৪৪
ঈমানের স্বাদ	৪৮
ভালোবাসার সরল পাঠ	৫২
তুলে দাও পাল ভালোবাসার নায়ে	৫৬
ভালোবাসার বয়ান	৬১
রহমতের বারিধারায় সিক্ত হোক মন-প্রাণ	৬৬
ঈমানের স্পন্দন	৭২
রাসূলপ্রেমের পথিক যারা	৭৬
ভালোবাসো তাঁকে, যাঁকে ভালোবাসতেন তিনিও	৮৪

অদেখা ভালোবাসা

ভালোবাসার পরিমাণ কতটুকু হলে কাউকে না দেখে, না জেনে তাকে ভালোবাসা যায়? কতটা মহৎপ্রাণ হলে ভালোবাসাকে এতটা নিঃস্বার্থ রাখা যায়? মৃত্যুর পরের জীবনে দেখা হওয়ার দুআ করা যায়?

আমরা কাউকে ভালোবাসি কেন?

তার বাহ্যিক অবয়ব, ভঙ্গিমা আমাদের আকর্ষিত করে। অথবা তার কোনো গুণ আমাদের মুগ্ধ করে অথবা তার প্রতি কোনো কারণে আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ কাজ করে।

কিন্তু তুমি কি জানো, কেউ একজন তোমাকে ভালোবেসেছেন এ জগতে তুমি পা রাখার আগেই? তিনি জানতেনই না তুমি সাদা না কালো, পঙ্গু না সুস্থ, সমাজ বা পরিবারে তুমি আদরণীয় নাকি পরিত্যাজ্য; জানার প্রয়োজনও নেই। বরং তুমি যেমনই হও না কেন, তোমার জন্য তাঁর রয়েছে অন্তর-নিংড়ানো-ভালোবাসা। হৃদয়ে সতৃষ্ণ আকুতি জমিয়ে রেখেছেন, তোমাকে দেখবেন বলে, চেয়েছেন কখনো কোথাও একসাথে অনন্ত সুখের পেয়ালা হাতে তুলে নিতে।

আপনজনদের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে যখন তুমি ভালোবাসার খড়ায় ভুগো, তখন এই অপার্থিব পবিত্র ভালোবাসাটুকু অনুভব করো। দেখে নিয়ো, হৃদয় প্রশান্ত হবে। সবকিছুকে পায়ে দলে এই অনন্ত ভালোবাসার টান নিজেকে আবার দু'পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, এমন ভালোবাসাও হয়? বিশ্বাস করো! আমি মিথ্যে বলছি না! প্রতিটি কথা সত্য! এমন বিরল ভালোবাসাও কেউ তোমার জন্য পুষে রেখেছেন!

নিশ্চিত জেনো–

আমাদের নবি ততটাই মহৎপ্রাণ।

তাঁর হৃদয়ে আমাদের প্রতি ততটুকুই ভালোবাসা জমা!

এমন ভালোবাসার স্পর্শেই বুঝি ভালোবাসা শব্দটা আজও মহান, আজও সার্থক!

এ কথা আমি বলছি না!

সহস্রাব্দ আগের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী।

কোনো এক দিনের কথা। হুবহু হাদীসের কথাই আমি তুলে ধরছি শোনো :

'আমাদের নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, 'আমি আশা রাখি, আমার ভাইদের সাথে আমার দেখা হবে।'

সাহাবায়ে কেরাম কি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন? মনে খানিক অভিমান জমল? না নাহ! এ কী করে সম্ভব! সুবহানাল্লাহ! তাঁরা তো রাসূলুল্লাহর সাহাবি। তাঁরা কেবল অবাক হলেন আর আগ্রহভরে জানতে চাইলেন :

- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই?' আমাদের নবিজি বলেছিলেন,

- 'তোমরা আমার সাথি। ভাই তারা যারা এখনো আসে নি!'

- 'যারা আসে নি, তাদের আপনি চিনবেন কী করে?!'

- 'একদল কুচকুচে কালো ঘোড়ার মাঝে শ্বেত ললাট আর শুভ্র হাত-পা-বিশিষ্ট ঘোড়া কি তার মালিক চিনে ফেলতে পারবে না?'

- 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,

فإنَّهم يأتونَ يومَ القيامةِ غرًّا مُحجَّلينَ منَ الوضوءِ وأَنا فَرَطُهُم على الحوضِ

'আমার সে ভাইয়েরাও কিয়ামাতের দিন সেভাবেই আসবে। ওযুর কারণে ললাট হবে শুভ্র, হাত-পা হবে সাদা। আমি হাউজে কাউসারের পাড়ে তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব...।' [১]

সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, শান্তির বারিধারা তাঁদের অন্তর সুশীতল করুক। রবের অপার করুণার বৃষ্টিতে তাঁদের মাকবারা আরও সতেজ হয়ে উঠুক!

তাঁরাই যে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এ আনন্দের পয়গাম, পেলে পুষে গভীর হতে থাকা ভালোবাসার ঘ্রাণ!

নবিজি শরীয়তের হুকুমের দিকেও লক্ষ রেখেছেন, কিসে তোমার কষ্ট বেশি হয়ে যাবে আর আদায় করতে না পেরে তুমি গুনাহগার হও! সেজন্য তাঁর চেষ্টা ছিল, আল্লাহর কাছে যত সহজতার আবেদন করা যায়। বিভিন্ন হাদীসেই দেখবে আল্লাহর রাসূল উম্মাতের কষ্টের প্রতি কতটা লক্ষ রেখেছেন। দুয়েকটা নমুনা তুলে দিচ্ছি দেখো :

১. সুনানে আবু দাউদে যাইদ বিন খালিদ আল-জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-

لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهُم بالسّواكِ عندَ كُلِّ صلاةٍ.

আমি যদি উম্মাহর জন্য কষ্টের আশঙ্কা না করতাম, তবে তাদের ওপর মিসওয়াককে প্রতি নামাযের জন্য ফরয করে দিতাম।[২]

২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ.

[১] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, ৪৩০৬

[২] *সহীহুল বুখারী*, ৭২৪০

> উম্মতের কষ্ট হওয়ার ভয় যদি আমার না হত, তাহলে আমি তাদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পর্যন্ত বিলম্বিত করে।[৩]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তামান্না হত—ফজিলত ও মহত্মের দিকে লক্ষ করে উম্মাত যদি এ কাজটা আবশ্যকীয়ভাবে করত! আবার তিনি এ বিষয়েও চিন্তিত হতেন, আমলটি ফরজ হয়ে গেলে তো উম্মাহ গুনাহগার হবে যদি ছেড়ে দেয়! সেজন্য তিনি উৎসাহ দিয়েছেন বারংবার, তবে আল্লাহর কাছে ফরজ করার আবেদনও জানাননি। তিনি উম্মতের জন্য সুযোগ রেখেছেন। তিনি চেয়েছেন, যার জন্য সম্ভব সে যেন আমল করে; আর কেউ না পারলে সে যেন অন্তত পাকড়াও হওয়া থেকে বাঁচতে পারে।

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার আর তাঁর মাঝের সম্পর্কের এক দরদমাখা এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শুনেই দেখো কী দৃষ্টান্ত! তিনি বলছেন,

مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي

“আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালাল, আর তাতে ফড়িংদল ও পতঙ্গরাজি পড়তে লাগল। আর সে ব্যক্তি তাদের তা থেকে তাড়াতে লাগল। অনুরূপ আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমর ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছ।”[৪]

কী এক ভালোবাসা সর্বদা তাঁর হৃদয়জুড়ে থাকত! রবের প্রতি ভালোবাসার প্রচণ্ডতা থেকেই হয়তো রবের বান্দাদের প্রতিও ছিল দিল-উজাড়-করা ভালোবাসা। তিনি এবং আমরা, সকলেই তো সেই প্রেমময় রবেরই বান্দা।

বন্ধু!

তুমি সে ভালোবাসা টের পাও কি?

সে ভালোবাসার স্পর্শ তোমার হৃদয় নরম করে কি?

তবে এসো না!

---

[৩] *সুনানুত তিরমিজী*, ১/২৩ (১৬৭)

[৪] *সহীহ মুসলিম*, ২২৮৫

সে ভালোবাসাকে সার্থক করি! ভালোবাসার মানুষটির এই পবিত্র তামান্নাকে পূর্ণতা দিতে সর্বসাধ্য ব্যয় করি!

একেকটি ওযু হয়ে উঠুক তাঁর সাথে হাউজে কাউসারের পেয়ালায় শরিক হবার একেকটি সিঁড়ি। অনুতাপে দগ্ধ হৃদয়ের ফোঁটাগুলো ওযুর পানি হয়ে ঝকঝক করে উঠুক ইখলাসের মুক্তো হয়ে! সে ওযুতে আদায়-করা-সালাত যেন রবের দরবারে কবুলিয়াতের আশায় কড়া নাড়ে! হাউজে কাউসারের পাড়ে দাঁড়িয়ে যেন সে মানুষটিকে বলতে পারি :

'আমার নবি! আপনার হৃদয়ে যে ভালোবাসা উদ্যান রচনা করেছিল, সে ভালোবাসা আমার হৃদয়ে ফুটেছিল সুরভিত পুষ্প হয়ে। আজ সে ভালোবাসা সার্থক হোক রবের সন্তুষ্টির চাদরে আবৃত হয়ে!'